দৈনিক বাংলা

তারিখ ...১৬।১২।৭৯... ...
পৃষ্ঠা... ...১... কলাম ২ ...

ইসলামী কারিগরি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ শুরু হবে জানুয়ারীতে

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকার জয়দেবপুরে প্রায় ৩০ একর জমির ওপর প্রস্তাবিত ইসলামিক কারিগরি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময় ১৯৮৩ সালের জুলাইর পূর্বেই শেষ হবে। এর জন্য মোট নির্মাণ ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে এক কোটি মার্কিন ডলার।

সোমবার সম্ভাব্য কেন্দ্রের পরিচালনা বোর্ডের দ্বিতীয় বৈঠক শেষে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'য় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান বৈঠকের সভাপতি ও বাংলাদেশ সরকারের জনশক্তি উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দফতরের সচিব জনাব এ বি এম সফদার। গত ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকায় এই বৈঠক শুরু হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জনশক্তি কর্মবিনিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংস্থার মহাপরিচালক জনাব এ এফ এম ইয়াহিয়া, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক জনাব এম এম রাশেদ আহমদ, জনশক্তি কর্মবিনিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংস্থার প্রকল্প ম্যানেজার জনাব এ আর মল্লিক; ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে রাষ্ট্রদূত জনাব সাক্রি বাসাইকি শাস্ত্রহারিতোজো, দূতাবাসের তৃতীয় সচিব জনাব ইব্রাহিম ইউসুফ ও বৃত্তিমূলক ও সুদক্ষ প্রশিক্ষণের সহকারী পরিচালক মিঃ আবদুরিসমান; ইরানের পক্ষে চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স ডঃ গোলাম রেজা সরাফ ইয়াজদি ও জনাব আলী কাওসারী; ইরাকের পক্ষে রাষ্ট্রদূত জনাব আউদা আহমেদ আল বয়াতী ও দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব জনাব ইব্রাহিম এইচ আব্বাস; লিবিয়ার পক্ষে রাষ্ট্রদূত জনাব আলী হোসেন আল গাদ্দাম্সি ও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষক জনাব সালেক বেলকেশ; সৌদী আরবের পক্ষে চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স জনাব আলী মোহাম্মদ সর্বান, তুরস্কের পক্ষে রাষ্ট্রদূত জনাব একরাম গোকসিন ও দূতাবাসের প্রথম সচিব মিঃ কেমাল আরিজন; সংযুক্ত আরব আমিরাতের পক্ষে চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স জনাব আবদুল্লাহ মোহাম্মদ আল তাকাওই; ইসলামিক কনফারেন্সের সচিবালয়ের অর্থনৈতিক বিষয়ক পরিচালক ডঃ আশরাফ-উজ-জামান এবং প্রস্তাবিত ইসলামিক কারিগরি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম পরিচালক ডঃ রফিকুদ্দীন আহমদ।

জনাব সফদার সাংবাদিকদের জানান, আগামী ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে কেন্দ্রের ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হবে। এরজন্য স্থপতি নিযুক্ত হয়েছেন তুরস্কের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থপতি মিঃ মেহমিত জেরুক পামির। পরিচিতির ভিত্তিতে প্রস্তাবিত ইসলামিক কেন্দ্রের পরিচালনা বোর্ড তাকে নিয়োগ করেছেন। এর

(শেষ পৃঃ ৫–এর কঃ দ্রঃ)

কারিগর কেন্দ্র

(১ম পৃঃ পর)

জন্য ইরান থেকে দুজন, তুরস্ক ও বাংলাদেশ থেকে একজন করে মোট চারজন প্রার্থী ছিলেন।

তিনি জানান, প্রস্তাবিত ইসলামিক কেন্দ্রের জন্যে এ পর্যন্ত সৌদী আরব সরকার ২০ লাখ মার্কিন ডলার দানের কথা ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি সৌদী সরকারের ১০ লাখ মার্কিন ডলারের একটি চেক গ্রহণও করেছেন।

জনাব সফদার বলেন, এতে বাংলাদেশ সরকারের দানের পরিমাণ হচ্ছে জমির মূল্যসহ ২৪ লাখ ৩২ হাজার মার্কিন ডলার। এছাড়া অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র আরো পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার দান করেছে।

তিনি জানান, এই কেন্দ্রে বিভিন্ন সদস্য দেশের মোট সাড়ে ছয় শত ছাত্রকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ইতিমধ্যে ইসলামিক কেন্দ্রের জন্যে কর্মচারী প্রশিক্ষণ এবং বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তারা সবাই ইসলামিক সম্মেলনের সদস্য দেশসমূহ থেকে নিযুক্ত হবেন। রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত কেন্দ্রে একটি আরবী ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, প্রস্তাবিত ইসলামিক কেন্দ্রে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী, আরবী ও ফরাসী এই তিনটি ভাষা থাকবে। উল্লেখ্য যে, ইসলামিক সম্মেলনের সরকারী ভাষা হচ্ছে উপরোক্ত তিনটি ভাষাই। তবে ইসলামিক কেন্দ্রের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার ইচ্ছা করলে বাংলা ভাষায় যোগাযোগ রাখতে পারবেন।

প্রস্তাবিত ইসলামিক কেন্দ্রের পরিচালনা বোর্ডের পরবর্তী বৈঠক আগামী বছর জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে।